

ঢাকার ৭৬% রিকশাচালক মুঠোফোনে টাকা পাঠান

পার্থ শঙ্কর সাহা | আপডেট: ০২:১৫, নভেম্বর ২১, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

ঢাকা শহরের ৭৬ শতাংশ রিকশাচালক মুঠোফোনের মাধ্যমে গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠান।

এর ফলে তাঁদের ঝুঁকি কমছে এবং অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

গত বছরের মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত পরিচালিত এক জরিপে এ চিত্র উঠে এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান এ জরিপ পরিচালনা করেন।

ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ৪৬১ জন রিকশাচালকের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৩৫০ জনই মুঠোফোনে বাড়িতে টাকা পাঠান। তাঁদের বেশির ভাগ রংপুর, কুড়িগ্রাম, জামালপুর ও সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলের বাসিন্দা। গড়ে প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি পাঠানো টাকার পরিমাণ ৯৮১ টাকা।

জরিপের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অধ্যাপক সালাহউদ্দিন বলেন, ‘প্রান্তিক মানুষকে ব্যাংকিং সুবিধায় আনার ক্ষেত্রে (ইনক্লুসিভ ব্যাংকিং) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা কতটুকু কার্যকর, সেটি বুঝতেই এ জরিপ করা হয়। এ সুবিধার ব্যাপক ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে।’

২০০৮ সালে বাংলাদেশে মুঠোফোন ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা চালুর উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এ খাতে সাফল্যের জন্য গত ৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সংগঠন অ্যালায়েন্স ফর ফিন্যানশিয়াল ইনক্লুশনের (এএফআই) পলিসি পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

জরিপের সূত্র ধরে গত বুধবার রাতে রাজধানীর ফার্মগেট ও মণিপুরিপাড়া এলাকায় কমপক্ষে ১০ জন রিকশাচালকের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। রিকশাচালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুঠোফোনে টাকা পাঠানোর কারণে তাঁদের ভোগান্তি কমেছে বহু গুণ। আগে অন্যের কাছে টাকা পাঠালে সেটা অনেক সময় খোঁয়া যেত। নিজে টাকা বহনেরও ঝুঁকি ছিল। মুঠোফোন প্রযুক্তি ঘুচিয়ে দিয়েছে দূরত্ব। জরিপে অংশ নেওয়া রিকশাচালকদের ৮৯ শতাংশ জানান, বাড়ি পর্যন্ত টাকা পৌঁছাতে মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে। রিকশাচালকেরা জানান, ঢাকায় কোনো এজেন্টের দোকানে গিয়ে টাকা পাঠান। গ্রামে বাড়ির লোকজন নির্দিষ্ট এজেন্টের কাছ থেকে সেই টাকা উঠিয়ে নেন।